দর্শনা রামনগরে থানা পুলিশের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

দর্শনা থানা পুলিশের উদ্যোগে রামনগরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকালে দর্শনা পৌরধীন ৬ নং ওয়ার্ডে ২ নং বিট পুলিশিং এলাকার রামনগর মোড়ের বগ চত্বরে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা পুলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ উঠান বৈঠকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার সিনিয়র (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা।

এসময় তিনি মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকে এ আলোচনা করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডলের প্রানবন্ত সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভাধীন ৬ নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি সোলায়মান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।।

দর্শনায় ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক ব্যাবসায়ী মুন্নার জেল-জরিমানা

দর্শনায় মাদকসহ আটক মনিরুল ইসলাম মুন্নাকে (২৬) জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা পৌর এলাকার পাঠানপাড়া রেল কলোনী পাড়া থেকে তাকে মাদক সহ আটক করে।

আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের কারাদন্ড ও অর্থ দন্ড

প্রদান করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

অভিযান সুত্রে জানাযায়, আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস ও চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরীয়ত উল্লাহ এবং পরিদর্শক ভূপতি কুমার বর্মনের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের অন্যান্য অফিসার ও ফোর্স সাথে নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা পৌর এলাকায় পাঠানপাড়ার রেলকলোনী পাড়ায়।

এসময় রেল কলোনী পাড়ার কুদ্দুস সিকদারের ছেলে মনিরুল ইসলাম মুন্নার (২৬) নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে তার দেহ তল্লাশি করে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়। এরপর আটককৃত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং বিচারক হিসাবে রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস।

চুয়াডাঙ্গায় মে দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় ১লা মহান মে দিবস পালিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর বর্ণাঢ্য র্যালি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে এসে শেষ হয়।

পরবর্তীতে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এ সময় তিনি বলেন, আমেরিকার শিকাগো শহর থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আজও চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের কল্যাণে ইতোমধ্যে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও আবাসন সমস্যার অনেকাংশই সমাধান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াত সরকার দেশের অনেক কল-কারখানা বন্ধ করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমিক লীগের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দদেরকে কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মোঃ আফজালুল হক বিশ্বাস,চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিপন মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।
এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারের এসএসসি ও সমমানের প্রথমদিনের পরীক্ষা। আজ রোববারের পরীক্ষায় চুয়াডাঙ্গা জেলার

কোথাও কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা বা বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায়নি। তবে চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলায় মোট ১৯৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল বলে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা শাখা সূত্রে জানা গেছে।

তথ্য মতে, প্রথম দিনের পরীক্ষায় জেলার মোট ১১ হাজার ৫৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে ১১ হাজার ৩৪৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। বাকি ১৯৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এরমধ্যে- এসএসসি (সাধারণ) পরীক্ষায় মোট ৯ হাজার ১৬৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ২৩ জন। অনুপস্থিত ১৪৪ জন। এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) মোট ১ হাজার ৩৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে উপস্থিত ছিল ১ হাজার ৩৫৭ জন। অনুপস্থিত ১৯ জন। দাখিল পরীক্ষায় ৯৯৬ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিল ৯৬৩ জন। অনুপস্থিত ৩৩ জন।

এদিকে, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর প্রথমদিন থেকেই কেন্দ্রগুলতে ছিল কড়া নিরাপত্তা। যে কোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা, অনিয়ম এড়াতে এবং প্রশ্নফাঁস রোধে সার্বক্ষণিক চারটি ভিজিলেন্সটিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট ও পুলিশ সদস্যরা মাঠে ছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। তিনি কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। পরে সেখান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক।

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রসঙ্গ কথায় জেলা প্রশাসক বলেন মো. আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ‘পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও অত্যন্ত মানসম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পরীক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পেরেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ সকল প্রকার অনিয়ম রোধে সার্বক্ষণিক কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলার ৩০টি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা সুষ্ঠু সুন্দর নকমুক্ত পরিবেশে পরিক্ষা নেওয়ার বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। প্রতিটি কেন্দ্রে আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আছে। আমার এডিসি, ইউএনওরা দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া উপজেলার ট্যাগ অফিসাররা দায়িত্ব পালন করছে। আমরা আশা করছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাগুলো আমরা যথাযথভাবে

বাস্তবায়ন করে সুষ্ঠ এবং নকলমুক্ত পরিবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন করবো।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উন্মুক্ত বাজেটে সম্ভাব্য আই ও ব্যয় এর খসড়া অনুযায়ী ২৩-২৪ইং অর্থ বছরে ১কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫শত ৮৫ টাকার চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল্লাহ সেলিম, সাবিনা ইয়াসমিন, রওশনারা খাতুনসহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ভাবে

এসএসসি ও সমমান পরিক্ষা সম্পন্ন

সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ভাবে এস,এস,সি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ পরিক্ষায় দর্শনা পৌরসভা সহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের মোট ৮টি বিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করেন ৬৪৪ জন শিক্ষার্থী। এ পরিক্ষায় কোন বহিস্কার না হলেও পরিক্ষার প্রথম দিনে পরিক্ষাকেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ১২ পরিশিক্ষার্থী।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুটি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরিক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয। প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা প্রথম পত্র। এ কেন্দ্র দুটি মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

পরিক্ষার প্রথম দিনে বাংলা প্রথমপত্রে মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন। এ পরিক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭২ জন। অনুপস্থিত ছিল ৪ জন। অন্যদিকে দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র দু’টিতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬৮ জন। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ছিল ২৬০ জন। এ দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ জন। দর্শনার উভয় পরিক্ষার কেন্দ্রে বহিষ্কারের কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে পরিক্ষার প্রথম পত্রে দুটি কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ১২ জন শিক্ষার্থী।

দর্শনার দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে পরিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেরু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলহেরা ইসলামী বিদ্যালয়, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের কামাড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড় বলদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

অনুষ্ঠিত পরিক্ষার প্রথম দিন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু।

দর্শনা বিপ্রদাস (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ

নাসির উদ্দিন জানায়, দর্শনায় এসএসসি পরিক্ষার দুটি কেন্দ্রের সুপার হিসাবে মেমনগর (বিডি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষক ইকরামুল হক ও মাধ্যমিক বালিকা (গার্লস) বিদ্যালয়ে হাসমত আলী। এ দুটি পরিক্ষা কেন্দ্রে মোট ৬৪৪ জন পরিক্ষার্থীর মধ্য পরিক্ষায় ১২ জন কম অংশগ্রহণ করছে।

জীবননগরে কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর বিধ্বস্ত

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে বেশ কিছু ঘর বিধ্বস্তসহ ফসলাধি নষ্ঠ। ঝড়ে ঘরের দেয়াল চাপায় গুরুত্বর আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার । এছাড়া গাছ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে রাতে আঘাত হানা কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে এসব ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকা করতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরের দেওয়াল ও টিন উড়ে গঙ্গাদাশপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদেরের মেয়ে মোছাঃ বেলি খাতুন গুরুত্বর আহত হয়েছে। ঘর তৈরি করবে এমন সামথ্য না থাকায় ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা অন্যর বাড়িতে রাত যাপন করছে। একই অবস্থা দিনমজুর শহিদুল ইসলাম,জিয়াউর রহমানের পরিবারের।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইসাবুল ইসলাম মিল্টন বলেন,কালবৈশাখী ঝড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ বিষয়ে আমরা তালিকা তৈরি করছি তালিকা তৈরি শেষে উপজেলাতে জমা দিব ।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে মোট ক্ষতির পরিমান হিসাব করা হয়েছে সাড়ে ১২হেক্টর জমি এবং আক্রান্ত হয়েছে ২৫ হেক্টর জমি। তবে কৃষি অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

জীবননগরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

এবারে জীবননগর উপজেলার ৮টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ বছর জীবননগর উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২হাজার ৯০ জন।

আজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপৃতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা গেছেএ বছর জীবননগর উপজেলায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৫৫৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নিচ্ছে ৩৩০ জন পরীক্ষাথী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, এসএসসি পরীক্ষা খুব সুন্দর ভাবেই প্রথম পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। কেউ প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালেও তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদশন করেন।

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের বাজেট বিষয়ে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩) প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাজেট বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী আক্তারুজ্জামান, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন ও নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাফিকুল ইসলামসহ ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ।

এসময় ইউএনও রোকসানা মিতা বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে এলজিএসপি-৩ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আলমডাঙ্গায় আইপিএল জুয়ায় বাজি, হারাতে বসেছে বসতবাড়ি

আইপিএল খেলায় বাজি ধরে তিন ভরি সোনার বাজি হেরে বসতবাড়ি খোয়াতে বসেছেন আলমডাঙ্গার এক্সচেঞ্জপাড়ার কারিগর রতন কারিগর। আলমডাঙ্গা সোনারপটির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার বানাতে কারিগর রতন পাররকে পাঁচ ভরি সোনা দেন। তারমধ্যে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে মালিককে দিলেও বাকী তিন ভরি সোনা আইপিএল জুয়ায় উড়িয়েছেন রতন পাত্র। হেরে যাওয়া স্বর্ণের মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় রতন পাত্রের দেড় শতক জমির বসতবাড়িটি মালিক ছিদাম কর্মকারের নামে বায়নানামা করে দিতে হচ্ছে বলে সালিশ বৈঠকসূত্রে জানা যায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সোনাপট্টির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার তৈরী করে দিতে তার কারিগর রতন পাত্রকে পাঁচ ভরি স্বর্ণ দেন। রতন পাত্র সেই স্বর্ণ নিয়ে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে দেন। বাকী তিন ভরি সোনা নিয়ে চলমান আইপিএল খেলার জুয়ার আসরে বসে। জমজমাট জুয়া খেলায় তিমি তিন ভরি সোনা হেরে যায়। এ ঘটনার পর রতন পাত্র গা- ঢাকা দেয়।

বাজি ধরার ব্যাপারটি জানাজানি হলে জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার বিপাকে পড়েন। স্বর্ণ আদায় করতে তিনি গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনাপট্টিতে একটি সালিশ বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা আলমডাঙ্গা শহরের এক্সচেঞ্জপাড়ার কার্ত্তিক পাত্র উপস্থিত হন। দরিদ্র কার্ত্তিকপাত্র ছেলের অপকর্ম মেনে নিয়ে স্বর্ণের মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে দুই বছর সময় চান। ক্ষতিগ্রস্ত জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার দুই বছর সময় মেনে নেন। তবে কার্ত্তিক পাত্রের এক্সচেঞ্জপাড়ার দেড় কাঠার জমির বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে স্ট্যাম্পে বায়নানামা করে দিতে বলেন। দুই বছর সময়ের মধ্যে টাকা দিতে ব্যর্থ হলে বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার শর্তও জুড়ে দেন তিনি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত করা হবে আগামিকাল সোমবার সালিশে।

এ ব্যাপারে ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার এক রহস্যজনক কারণে বাজিতে স্বর্ণ হারানো ও টাকা উদ্ধারে বিলম্বিত হওয়ায় বাড়ি লিখে নেওয়ার বিষয়ে কোন তথ্য জানাতে রাজি হননি।

তবে সালিশকারী আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন, সালিশ বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়নি। তিনি অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা কার্ত্তিক পাত্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তার বসতবাড়ির বায়নানামা কোন ব্যক্তির নামে না করে জুয়েলারী মালিক সমিতি অথবা বণিক সমিতির নামে করার কথা বলেন। পরবর্তি বৈঠকে সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি।